আমার দেশ

তারিখ 11 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সার্ক ঘোষণা বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই

যাযাদি রিপোর্ট

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা মূলত সার্ক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত কাগুজে সিদ্ধান্ত। এগুলোর বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বা দৃঢ় অঙ্গীকার কলম্বো ঘোষণায় নেই।

গতকাল বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত অর্থনীতি সমিতির সম্মেলনকক্ষে 'সহযোগিতা ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ এশিয়া : ইনসা কলম্বো প্রস্তাবনা ও ১৫তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন' বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইনসার (ইমাজিং এ নিউ সাউথ এশিয়া) রিজিওনাল স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান। বক্তব্য রাখেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মোস্তাফা ফারুক মোহাম্মদ, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির ও এনটিএন বাংলার অ্যাডভাইজর (প্রোগ্রাম) নওয়াজীশ আলী খান।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, অতীতে অনেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অগ্রগতি সামান্যই। এমনকি সার্কের আওতায় ১১টি আঞ্চলিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংস্থাগুলোর তেমন কোনো কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি, কিছু রুটিং কাজ ছাড়া। একটি বিষয়ে প্রায় প্রতিটি সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণায় এসেছে। তা হচ্ছে দেশগুলোর জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি। সর্বশেষ ঘোষণায়ও তা রয়েছে। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে সার্কের দেশগুলোর রাজধানী শহরের মধ্যে বিমান যোগাযোগ নেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। ঢাকা থেকে কলম্বো যেতে ব্যাংকক বা সিঙ্গাপুর হয়ে যেতে হয় অথবা ভারতে এক রাত থাকতে হয়। এ রকম অবস্থা সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের মধ্যেও বিদ্যমান। এক দেশের বইপত্র ও পত্রপত্রিকা সহজে অন্য দেশে পাওয়া যায় না।

তিনি বলেন, এ সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান করা সম্ভব এবং এগুলোর সমাধান আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। কিন্তু এতো শীর্ষ সম্মেলন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সভা ও আলোচনা চললেও এই প্রাথমিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা হচ্ছে না। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে দেশগুলোর

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা

কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছাই তাই প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে তা স্বীকার করা হয়েছে। মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ২০০৯-১১ সময়ের জন্য গৃহীত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কর্মসূচিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। তবে বহুল আলোচিত সার্ক জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করার কথা ঘোষণায় আসেনি। এ তহবিল গঠন করা হলে যৌথভাবে কাজ করার আর্থিক ভিত্তি তৈরি হতো। বাণিজ্য পুনর্বিন্যাস করে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ সহজ হবে না বলে জানান তিনি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, সার্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত এর আওতায় যেসব সিদ্ধান্ত ও চুক্তি গৃহীত হয়েছে এবং আঞ্চলিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলো সফল আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। তবে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হলে এগুলোর সুফল পাওয়া যাবে না। বর্তমানে বাস্তবায়নেই সঙ্কট। এক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে রয়েছে- দেশগুলোর মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাস। সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার মানসিকতা, রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব, আমলাতান্ত্রিক নেতিবাচক মানসিকতা, আঞ্চলিক দেশগুলোর জনগণের মধ্যে সীমিত যোগাযোগ ও সচেতনতার অভাব।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির বলেন, ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এতো জটিলতা যা দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে মাসের অধিক বেশি সময় লেগে যায়। তিনি বলেন, যদিও সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ভিন্নতা নেই। তিনি প্রশ্ন করেন তবে এ জটিলতা কেন।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মোস্তাফা ফারুক মোহাম্মদ বলেন, সার্কের মধ্যে ৪১টি শর্ত বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা বা ফুড ব্যাংক স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।